কালের কণ্ঠ

তারিখ: 01 APR 2015
পৃষ্ঠা: ১৪ কলাম: ১

আজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা

অবরোধ-হরতাল স্থগিত রাখুন

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই আজ থেকে শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এতে অংশ নেবে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন পরীক্ষার্থী। সূচি অনুযায়ী আজ থেকে শুরু করে ১১ জুন পর্যন্ত তত্ত্বীয় বিষয়ের পরীক্ষা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ১৩ থেকে ২২ জুন। এবার দুই হাজার ৪১৯টি কেন্দ্রে আট হাজার ৩০৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। গতবারের চেয়ে এবার ২০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৬৭টি কেন্দ্র বাড়লেও কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এবার বিদেশে সাতটি কেন্দ্রে ২৪১ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। গত বছরের মতো এবারও ২৫টি বিষয়ের পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্নে। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এসএসসিতে ১৬ দিনের পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এইচএসসিতে কোনো পরীক্ষা পেছানো হবে না বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। অবরোধ-হরতালের মধ্যেও পরীক্ষা নেওয়া হবে।

চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অর্থনীতির যত না ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়েও বড় ক্ষতি হয়ে গেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। বছরের শুরুতেই শিক্ষাপঞ্জি তছনছ হয়ে গেছে। শহরাঞ্চল তো বটেই, গ্রামাঞ্চলের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পাঠদান ব্যাহত হয়েছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার ছাড়া অন্য দিনগুলোতে বন্ধ রাখা হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি সব মানুষের মনে যে ভীতির সঞ্চার করতে পেরেছিল তার প্রতিফলন আমরা শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখতে পেয়েছি। আবার এটাও ঠিক যে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবার হামলার শিকার হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠান ও যাতায়াতের পথে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অল্পদিন পরেই পাঠদানে ফিরে যায়। কিন্তু যে ক্ষতি এরই মধ্যে হয়ে গেছে তা পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়তি চাপ রয়ে গেছে। এসএসসি পরীক্ষা রুটিন অনুযায়ী না হওয়ার প্রতিফলন কিছুটা হলেও পরীক্ষার ফলে পড়বে। অনেক শিক্ষার্থীই তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে পারেনি। আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি পরীক্ষায়ও রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতিফলন অস্বাভাবিক নয়। ঢাকার বাইরে অবরোধ-হরতালের মতো কর্মসূচি চলতে থাকলে পরীক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারবেন না। ফলে মানসিক চাপ নিয়েই এইচএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বসতে হবে শিক্ষার্থীদের। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের রাস্তায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতে কোনো নাশকতা বা সন্ত্রাসী হামলা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি আহ্বানকারী দলগুলোও এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে। সিটি নির্বাচন সামনে রেখে যদি ঢাকা ও চট্টগ্রামকে কর্মসূচির বাইরে রাখা যায়, তাহলে পরীক্ষার দিনগুলোতে কেন কর্মসূচি প্রত্যাহার করা যাবে না? আমরা আশা করব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবার দূরদর্শিতার পরিচয় দেবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে পরীক্ষার দিনগুলোতে কর্মসূচি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।